কৃতিত্বের দাবী মুখে এক বেনিয়ার আর্তনাদ

কর্ণফুলীর বিশেষ প্রতিবেদন

সিডনীর একজন গৃহস্থ বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ী যিনি বর্তমানে দ্বিতিয়বারের মত একুশে আকাদেমীর সর্বচ্চো পদটি অলংকৃত করছেন তিনি ও তার দুজন বেল্লিক সহকর্মী আচানক নোটিশ দিয়ে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৮টায় এ্যাশফীল্ড কাউন্সিল ভবনে একটি জরুরী 'কমিউনিটি সাংবাদিক' সম্মেলনের আয়োজন করেন। একুশে আকাদেমীর ক্ষুদ্র ইতিহাসে এটি প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক ও সুধী সমেত প্রায় ৩০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল উক্ত সভায়। সাংবাদিক সম্মেলনের সুচীপত্র ভিন্ন হলেও পরিবেশ ও বক্তব্যের নির্জাস থেকে স্ফটিকের মত পরিষ্কার হয়ে উঠে তার আসল উদ্দেশ্য। আকাদেমীর ঐতিহাসিক সভাপতি নির্মল এর নাম থেকে 'নি' এবং 'রেফ' বর্ণদ্বয় ঘঁষে মুছে শুধু 'মল' বানাতেই ছিল আয়োজকদের ঐ অভিনব আয়োজন। তার উপরে কুমীরের ছানার মতো ঘুরে ঘুরে ফেরত আসা বর্তমান সভাপতির মূল অবদান ও কৃতিত্ব জাহির করাও ছিল উক্ত সম্মেলনের আরেকটি মোক্ষম উদ্দেশ্যে। বেনিয়া নেয়ামূল তার নামের অংশ বিশেষ ঐ 'মল' দিয়ে ঢেকে নিজেকে 'মূল' হিসেবে জনগনের কাছে দর্শনীয় করার জন্যেই মুলত সেদিনের সাংবাদিক ও সুধীজন সম্মেলনটি করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা বুমেরাং হয়ে ধাঁই করে ছুটে এসেছে তার নিজের দিকেই। আপরিপক্ক হাতে নিক্ষিপ্ত বুমেরাংটি ফিরে এসে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছে তার নিজের কঠিন ও শক্ত চোয়ালকে।

গোড়া থেকে শেষাব্দি, সর্বসাকুল্যে ২ ঘন্টা ৫৩ মিনিট, পুরো সম্মেলনের বক্তব্য ও খুচরো কথপোকথন গুলো কর্ণফুলী নিখুঁতভাবে ডিজিটাল রেকর্ডে ধারন করে রেখেছে পরবর্তিতে তাদের পাঠকদের কাছে প্রমান সাপেক্ষে পরিবেশন করার জন্যে। পুরো সাংবাদিক সম্মেলনটি নিয়ে আগামী হপ্তায় কর্ণফুলী একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপার প্রস্তুতি নিয়েছে। দৃষ্টি রাখুন, দেখুন লুসাই পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা স্বচ্ছ স্রোতধারার সাথে আগামী সংখ্যায় কর্ণফুলী কি বয়ে নিয়ে আসছে।

সামাজিক পরিচিতির তেষ্টায় শুষ্ক কণ্ঠে করজোড়ে করুন মিনতী, 'আমি মূল, আমি মূল, আমি নেয়ামুল'

[আগামী সংখ্যায় দেখুন বিশেষ প্রতিবেদন]